দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 MAR 1988... ...
পৃষ্ঠা... .. ...৮. কলাম ৮ ... ...

087

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্প্যুটার কেন্দ্রে ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্প্যুটার কেন্দ্রে ভর্তিসংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভীষণ চিন্তিত করে তুলেছে। এ বছর ভর্তির ফরমের সাথে যে মূল সীট দেয়া হয়েছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সেম্পল সীটের অনুরূপ ভাবে পূরণ করার জন্য বলা হয়েছে। সেম্পল সীটে এইচ, এস,সি এর মোট নম্বরের স্থানে (৭নং সারিতে) চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত অতিরিক্ত নম্বর ছাড়াও ৮০ নম্বর যোগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই ৮০ নম্বর বোর্ড প্রদত্ত মূল নম্বরপত্রে কখনও মোট নম্বরের সাথে যোগ করা হয়না। আবার ৮নং সারিতেও এস,এস,সি ও এইচ, এস,সি'র মোট নম্বরের স্থানে এই ৮০ নম্বর যোগ করা হয়েছে। আবার যারা চতুর্থ বিষয়ে তিন অংকের নম্বর অতিরিক্ত যোগ করেছে, তাঁদের জন্য দু'টি ঘর দেয়া আছে (৬ নং সারিতে)। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, যারা চতুর্থ বিষয়ে ৮০-এর কম নম্বর পেয়েছে, তারা কি ৮০ নম্বর যোগ করবে ? এ সম্বন্ধেও কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি।

আবার ভর্তি নির্দেশিকাতে ভর্তির ফরমের সাথে তিনটি ছবি দিতে হয়। অথচ পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দু'টি ছবি দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যারা চতুর্থ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে (এইচ,এস,সিতে) ভর্তি পরীক্ষায় তারা সমন্বিত বিজ্ঞানের উত্তর দিতে পারবে না বলে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু যারা প্রকৌশল অংকন ও জরিপবিদ্যা চতুর্থ বিষয় হিসেবে নিয়েছে তারা কিভাবে প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস পরীক্ষা দিবে (কোড নং ১২) ? উল্লেখ্য, ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস বিষয়টি প্রকৌশল অংকন ও জরিপ বিদ্যার মধ্যে পড়ে না।

আমাদের জানামতে, শতকরা ৬০-৮০ ভাগ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত কম্পিউটার সেন্টারের মূল সীটে (৭ নং ও ৮ নং সারিতে) ৮০ নম্বর বাদ দিয়ে লিখেছে।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, তারা যেন মেধা তালিকা তৈরী করার সময় আমাদের সকলের (যারা ভুল করেছে) মোট নম্বরের সাথে (৭ নং ও ৮ নং সারিতে) ৮০ নম্বর যোগ করেন অথবা এস, এস,সি ও এইচ এসসি'র মূল নম্বরপত্র থেকে মেধা তালিকা তৈরী করেন। আর যারা চতুর্থ বিষয় হিসাবে প্রকৌশল অঙ্কন ও জরিপ বিদ্যা নিয়েছে, তাদের সমন্বিত বিজ্ঞানের উত্তর দিতে দেয়া হোক।

তৌফিক, শামীম, রিফাত
'চিকস' নজরুল এভিনিউ
কুমিল্লা ৩৫০০।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছুটি প্রসঙ্গে

সকল সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্রবার) ব্যতীত মোট ছুটি ৮৫ দিন। ১৯৮৮ সালে স্মারক নং-৩৪৯৪/২২০, তারিখ ৭-২-৮৮ অনুযায়ী জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রেরিত তালিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যে সকল দিনকে "সাধারণ ছুটি" এবং নির্বাহী আদেশে সরকারী ছুটি ''৮৮ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে সে সকল দিন উক্ত ৮৫ দিনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে, জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করেন। '৮৮তে আরো সাধারণ ছুটি ঘোষিত হতে পারে। এই সকল ছুটি যদি ঐ ৮৫ দিনের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে প্রধান শিক্ষক মহোদয়গণ এই ছুটিগুলি কি রমজানের ছুটি হইতে; না পূজার ছুটি হইতে কেটে দিবেন ?

তাই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন সরকার কর্তৃক ঘোষিত "সাধারণ ছুটি" গুলিকে যেন উক্ত ৮৫ দিনের অন্তর্ভুক্ত না করা হয়।

ননী বড়াল,
সহকারী শিক্ষক,
গন্ধর্ব জানকী নাথ মাধ্যমিক
বিদ্যালয়, আমরাজুড়ি,
পিরোজপুর।

প্রসঙ্গ : বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাবসিডিয়ারী

১৭ই মার্চ সংবাদ-এর চিঠিপত্র কলামে উপরোক্ত শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মো: আবদুর রহমান যে প্রস্তাব রেখেছেন তাতে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মত প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 'সাবসিডিয়ারী' নামক চোরাবালিতে পড়ে ছাত্রদের অবস্থা যে কি দারুণ মর্মন্তুদ তার খোঁজ কর্তৃপক্ষ হয়তো জানেন, কিন্তু বাংলাদেশের আরো হাজারো সমস্যার ন্যায় এ সমস্যাটি তাঁদেরকে বিচলিত করতে পারেনি।

আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪-৮৫ সেশনের ছাত্র-ছাত্রীদের 'সাবসিডিয়ারী মারণাস্ত্র'-র উদাহরণ দিতে চাই। আমরা ১৮৮৪-৮৫ সেশনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ১৯৮৬ সালের ২৩শে জুলাই ১ম বর্ষ অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়। ১ম বর্ষের অনার্স পরীক্ষা দিয়ে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর থেকে ২য় বর্ষ অনার্সের ক্লাশ শুরু হয়। অথচ তখনও ১ম বর্ষ সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা হয়নি। ১ম বর্ষ সাবপরীক্ষা না হওয়া সত্বেও ২য় বর্ষের সাব-ক্লাশ শুরু হয়ে যায়। ফলে একদিকে ২য় বর্ষ অনার্স ও সাবসিডিয়ারীর ক্লাশ করতে হয়েছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ১ম বর্ষের সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিতে হয়েছে। ফলে অনেক ছাত্রই শুধু ২য় বর্ষ অনার্স ক্লাশ করেছে, সাবসিডিয়ারী ক্লাশে অংশ নেয়নি ১৯৮৭র এপ্রিল পর্যন্ত। কারণ, ১ম বর্ষ সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা ১৮ই মার্চ শুরু হয় এবং প্র্যাকটিক্যালসহ পরীক্ষা শেষ হতে হতে এপ্রিল মাস চলে যায়। '৮৭-র মে মাস থেকে সকল ছাত্র-ছাত্রী ২য় বর্ষ সাবসিডিয়ারী ক্লাশে অংশ নেয়া শুরু করে। ২য় বর্ষ সাবসিডিয়ারী ক্লাশ শেষ না হতেই সেপ্টেম্বরে ২য় বর্ষ সাব পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হয়ে যায়। আইন আছে ৭৫% ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে কোন ছাত্রকে সাব পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া যাবে না। এখন প্রশ্ন হল, ক্লাশ শুরু কখন থেকে ধরে উপস্থিতির হার বের করা হবে? অনেক বিভাগেই ধরা হয়েছে মে থেকে। কারণ, এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত ১ম বর্ষ সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা চলেছে। অথচ কোন কোন বিভাগে ক্লাশ শুরু ধরা হয়েছে ঐ '৮৬-র নভেম্বর থেকে। ফলে ঐসব বিভাগে কোন ছাত্রই ৪০% উপস্থিতিও অর্জন করতে পারেনি মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাশ করা সত্বেও। এ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাই অনেক বিভাগে মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৫% উপস্থিতি থাকলেই সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে সকলের কাছেই স্পষ্ট হবে যে, ৭৫% উপস্থিতি না থাকার অন্যতম কারণ ছাত্রদের ক্লাশ ফাকি দেবার মনোবৃত্তি নয়, সময় পরীক্ষা না হওয়া।

তবে রহমান সাহেবের প্রস্তাবিত পূর্বের নিয়ম বহাল রাখতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একমত নন। প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীর মনে সাবসিডিয়ারী সম্পর্কে যে অনুসিদ্ধান্ত দানা বেধেছে তা হলো।

১। সাবসিডিয়ারী বিষয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হোক।

অথবা

২। অনার্সের সঙ্গে সাবসিডিয়ারী বিষয় দুটো একত্রীভূত করা হোক।

অথবা

৩। বর্তমান পদ্ধতি বহাল রাখলে সাবসিডিয়ারীকে ডিগ্রী (পাস) কোর্সের সমান মর্যাদা দিয়ে পৃথক সার্টিফিকেট দেয়া হোক।

সালেহ কামাল
সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।